বিগত ০৭(সাত) বছরে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়নমূল কর্মকান্ডের চিত্র।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ৪০% আবাসন ব্যবস্থাকে সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বল্প ও মধ্য-আয়ের জনগোষ্ঠির আবাসন সমস্যার সমাধানকল্পে উত্তরা তৃতীয় পর্বের ১৮ নম্বর সেক্টরে এপার্টমেন্ট প্রকল্পের আওতায় ২১০.৯৩ একর জমিতে এ ব্লকে বিভিন্ন আয়তনের ৬,৬৩৬টি ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ চলছে এবং বি ও সি ব্লকে ৮,৪০০টি এপার্টমেন্ট নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক '১৬ টি ফ্ল্যাট' প্রকল্পে ৪,৫১১টি ফ্ল্যাট নির্মাণ এবং '২০টি প্লট' প্রকল্পে ৩,৯৮৪টি প্লট উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

- রাজউকের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন পূর্বাচল নতুন শহর, উত্তরা তৃতীয় পর্ব এবং ঝিলমিল প্রকল্পে বরাদ্দগ্রহীতাদের মধ্যে ২০ হাজার প্লট হস্তান্তর করা হয়েছে। জাতীয় গৃহায়ন কর্তপক্ষ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ২ কাঠা হতে ৫ কাঠা আয়তনের ৩,৩২৮টি প্লট উন্নয়ন করেছে। চট্রগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ চট্রগ্রাম ও রাজশাহীতে ৩,৫৪৭টি আবাসিক প্লটের উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত করেছে। জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ৮০০ বর্গফুট থেকে ১,৫০০ বর্গফুট আয়তনের ১,৭৫০টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করেছে। খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ খুলনা ও রাজশাহীতে ১,১৭৪ টি আবাসিক প্লটের উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করছে।

- ঢাকার বেইলী রোডে মন্ত্রিবর্গের জন্য ৫,৯৭৬ বর্গফুট বিশিষ্ট ১০টি ফ্ল্যাটের নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণের জন্য ৩,৫০০ বর্গফুট বিশিষ্ট ৭৬টি ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ সমাপ্তির পর্যায়ে রয়েছে। ঢাকার ইস্কাটনে সিনিয়র সচিব, সচিব ও গ্রেড-১ পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের জন্য ৩,৪৫০ বর্গফুটের ১১৪টি ফ্ল্যাট নির্মাণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য শেরেবাংলা নগরে ৪৪৮টি ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ঢাকা শহরে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসন সংকট নিরসনে ঢাকার আজিমপুর সরকারি কলোনি, মতিঝিল সরকারি কলোনি, ঢাকার মিরপুর ৬ নম্বর সেকশন, মিরপুর পাইকপাড়া, মালিবাগ, ইস্কাটন ও নারায়ণগঞ্জের আলীগঞ্জে ১১টি প্রকল্পের আওতায় ৪,৭৬০ টি ফ্ল্যাট নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তর গুলশান, ধানমন্ডি ও মোহাম্মদপুর এবং চট্রগ্রাম শহরে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ৯৭৮টি সরকারি আবাসিক ফ্ল্যাট ও ৮০টি ডরমেটরি ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য স্বল্প সুদে দীর্ঘ মেয়াদী কিস্তি সুবিধার আওতায় স্থায়ীভাবে ফ্ল্যাট প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা, চট্রগ্রাম ও খুলনা মহানগরীতে ৮৭৮ থেকে ১,৫৪৫ বর্গফুট আয়তনের ১,২৪৮টি ফ্ল্যাট নির্মাণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

- রাজউক 'পূর্বাচল নতুন শহর' প্রকল্পের আওতায় ১৩ কিলোমিটার দীর্ঘ পূর্বাচল সংযোগ সড়ক নির্মাণ করেছে। পূর্বাচল নতুন শহর, ঝিলমিল ও উত্তরা (তৃতীয় পর্ব) এ তিনটি আবাসন প্রকল্পে ৫০ কিলোমিটারের অধিক অভ্যন্তরীণ সড়ক ও ছয়টি ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন আবাসন প্রকল্পসমূহে Sewerage Treatment Plan ও Rain Harvesting এর সংস্থান রাখা হচ্ছে । দেশে প্রথমবারের মত পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে Common Duct এর মাধ্যমে সকল Utility line একসঙ্গে সঞ্চালনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং পূর্বাচল নতুন শহরকে একটি Smart City হিসেবে গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২৫ জুন ২০১৬ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রামপুরা টিভি ভবনের সম্মুখে হাতিরঝিল প্রকল্পের আওতায় দক্ষিণ ইউলুপ যানবাহন চলাচলের জন্য উদ্বোধন করেন। হাতিলঝিল প্রকল্পের আওতায় উত্তর ইউলুপ, এক্সিথিয়েটার এবং ম্যানেজমেন্ট ইউনিট ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

- চট্রগ্রাম মহানগরীর যানজট নিরসনকল্পে গৃহীত ঢাকা ট্রাংক রোডের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন, চট্রগ্রামের মোহরা এলাকার রোড নেটওর্য়াক উন্নয়ন, কদমতলী জংশনে ফ্লাইওভার নির্মাণ, হাটহাজারী রোডের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন এবং বহদ্দারহাট ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। চট্রগ্রাম মহানগরীতে যানজট নিরসনের লক্ষ্যে মুরাদপুর ২ নম্বর গেইট ও জিইসি জংশনে ৫.২০ কিলোমিটার দীর্ঘ ফ্লাইওভার নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে এবং ফ্লাইওভারটি চট্রগ্রাম শাহ আমানত বিমানবন্দর পর্যন্ত সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাণিজ্যিক রাজধানী চট্রগ্রামকে জলোচ্ছাস থেকে রক্ষাসহ যানজট নিরসন করে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে শহররক্ষা বাঁধ বহুমুখী ব্যবহারের

জন্য বাঁধের উচ্চতা ও প্রশস্ততা বৃদ্ধিসহ ১৫.২০ কিলোমিটার রিংরোড নির্মাণ প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং অন্যান্য ভৌতকাজ চলমান রয়েছে।

- রাজশাহী মহানগরীর যানজট নিরসনকল্পে সাহেব বাজার থেকে গৌড়হাঙ্গা মোড় পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। কোর্ট এলাকা থেকে রাজশাহী বাইপাস পর্যন্ত এবং নাটোর রোড থেকে বাইপাস পর্যন্ত ৪ লেন বিশিষ্ট ৭.২৫ কিলোমিটার রাস্তার প্রশস্ত করার কাজ চলমান রয়েছে।

- প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ, পানিধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সৌন্দর্যবর্ধন ও বিনোদনমূলক কর্মকান্ডের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে 'গুলশান-বনানী-বারিধারা লেক' প্রকল্পের আওতায় লেক খনন ও স্লাজ অপসারণ কাজ শুরু করা হয়েছে। রাজধানী ঢাকার সৌন্দর্যবর্ধন, জলাবদ্ধতা নিরসন, পানি ও পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য বেগুনবাড়ী খালসহ হাতিরঝিল এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১০.৪০ কিলোমিটার মেইন ডাইভারশন স্যুয়ারেজ লাইন ও ৭.৭০ কিলোমিটার লোকাল ডাইভারশন স্যুয়ারেজ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। নয়নাভিরাম হাতিরঝিল বর্তমানে ঢাকাবাসীর জন্য অনন্য বিনোদনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এছাড়া 'কুড়িল-পূর্বাচল' লিংকরোডের উভয়পার্শ্বে ১০০ ফুট চওড়া খাল খনন ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ঢাকা মহানগরীর নিকুঞ্জ, বারিধারা, জোয়ারসাহারা, ডিওএইচএস, ক্যান্টনমেন্ট, হযরত শাহজালাল আর্ন্তজাতিক বিমানবন্দর ও কালাচাঁদপুরসহ সংলগ্ন এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনসহ ঢাকা মহানগরীর Waterbody and land ratio ঠিক রেখে পানি সংরক্ষণ ও গ্রাউন্ড ওয়াটার রিচার্জিং এর ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। স্বল্প ও মধ্য আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন সমস্যার সমাধানকল্পে উত্তরা তৃতীয় পর্বের ১৮ নম্বর সেক্টরে এপার্টমেন্ট প্রকল্পের আওতায় ২১০.৯৩ একর জমিতে এ ব্লকে বিভিন্ন আয়তনের ৬৬৩৬ (ছয় হাজার ছয়শত ছত্রিশ) টি ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ চলছে। বি ও সি ব্লকে ৮৪০০(আট হাজার চারশত) টি এপার্টমেন্ট নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। রাজউক কর্তৃক পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের আওতায় ০৮ টি ব্লকে ২০৫(দুইশত পাঁচ) একর জায়গার উপর পিপিপি পদ্ধতিতে ৬২০০০(বাষট্টি হাজার) এ্যার্পাটমেন্ট নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। রাজউক কর্তৃক ঝিলমিল প্রকল্পের আওতায় পিপিপি/জি টু জি পদ্ধতিতে ৮০ একর জায়গায় ০৩ নং সেক্টরে ১০,৯৪৪ (দশ হাজার নয়শত চুয়াল্লিশ) টি এ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে প্রথমবারের মত কমন ডাক্টিং সুবিধাসহ পূর্বাচল, ঝিলমিল ও উত্তরায় স্বয়ংসম্পূর্ণ আধুনিক স্মার্ট শহর নির্মাণ কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে।

- পরিকল্পিত নগরায়নের লক্ষ্যে বিভাগ, জেলা ও উপজেলাপর্যায়ে কৌশলগত পরিকল্পনা ও ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন কার্যক্রমের আওতায় মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগীয় শহর, কক্সবাজার থেকে টেকনাফ সি-বিচ পর্যন্ত এলাকা, খুলনা মহানগরী এবং মংলা ও তৎসংলগ্ন এলাকার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। ময়মনসিংহ শহর ও সংলগ্ন এলাকার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। বেনাপোল-যশোর পর্যন্ত হাইওয়ে করিডোর বরাবর এলাকার এ্যাকশন এরিয়া প্ল্যান প্রকল্পের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। 'কম্প্রিহেনসিভ ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান অব দি হোল কান্ট্রি' এবং রংপুর, কুষ্টিয়া, চট্রগ্রামের মিরেরসরাই ও পিরোজপুরের ভান্ডারিয়ার মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ঢাকার ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান রিভিউ করে আরও বাস্তবসম্মত ও সময়োপযোগী করে ২০১৬-২০৩৫ মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হচ্ছে।

- শান্তিনগর থেকে চতুর্থ বুড়িগঙ্গা ব্রিজ হয়ে ঢাকা-মাওয়া রোড (ঝিলমিল) পর্যন্ত ১৩.৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্প পিপিপি পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মিরপুর ৯ নম্বর সেকশনে স্যাটেলাইট টাউন নির্মাণ, চট্রগ্রামের জিইসি মোড়ে বহুতলবিশিষ্ট ভবন নির্মাণ, পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের 'পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন' শীর্ষক প্রকল্পসমূহ পিপিপি'র আওতায় বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। রাজউক কর্তৃক পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের আওতায় আটটি ব্লকে ২০৫ একর জায়গার ওপর পিপিপি পদ্ধতিতে ৬২ হাজার এ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। রাজউক কর্তৃক ঝিলমিল প্রকল্পের আওতায় পিপিপি/জি-টু-জি পদ্ধতিতে ৮০ একর জায়গায় ১০,৯৪৪ টি এ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ঢাকার কড়াইল–লালসরাই ও মহাখালীতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ১১,০৭৪.৬০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৪,৬৬২ টি আবাসিক ফ্ল্যাট এবং জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঢাকার মিরপুরে স্বল্পআয়ের লোকদের জন্য ১০,০০০ ফ্ল্যাট নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

- পরিবেশবান্ধব, নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত ইমারত নির্মাণের লক্ষ্যে Bangladesh National Building Code সংশোধনপূর্বক যুগোপযোগী করার কাজ চুড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। পরিবেশবান্ধব ও লাগসইপ্রযুক্তি আবিষ্কারের জন্য গ্রামীণ গৃহায়নে ফেরোসিমেন্ট প্রযুক্তি ব্যবহার, ইটের বিল্প উদ্ভাবন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ-সহনীয় বাড়ি নির্মাণ প্রযুক্তির বিষয়ে গবেষনা কার্যক্রম চলছে।

- পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকতকে আরো আকর্ষণীয় দূষনমুক্ত ও পরিবেশ বান্ধব করার লক্ষ্য নিয়ে এবং পর্যটন নগরী কক্সবাজারকে অত্যাধুনিক পর্যটন নগরী হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কক্সবাজার ইতোমধ্যে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬ প্রণীত হয়েছে এবং সীমীত পরিসরে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করেছে।

০৫/০১/১৭

আব্দুল আলীম খান
উপসচিব
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।